দৈনিক সংবাদ

২/

তারিখ 05 SEP 1989
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

075

পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের নকলপ্রবণতা রোধে এগিয়ে আসুন

—উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান ছাত্রছাত্রীদের নকল প্রবণতার কারণ ও নকলে সহায়তাদানকারী ব্যক্তিদের সনাক্তকরণকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করে এর সমাধানের পন্থা

(শেষ পৃ: ৫-এর ক: দেখুন)

উপাচার্য

(১ম: পাতার পর)

উদ্ভাবনের জন্য দেশের শিক্ষক, অভিভাবকসহ সকল স্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি গতকাল মঙ্গলবার আসন্ন অনার্স ও মাষ্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে আয়োজিত কলেজ অধ্যক্ষদের এক সমাবেশে ভাষণদানকালে এ আহ্বান জানান।

উপাচার্য তার বক্তৃতায় দুঃখ করে বলেন যে, একশ্রেণীর শিক্ষকের পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেয়া; পরীক্ষার সময় নকলে সহায়তা করার প্রলোভন ও প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিফটে শিফটে যারা প্রাইভেট পড়ান, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করার শক্তি ও উদ্যম তাদের মধ্যে থাকতে পারে না। অপরদিকে একই কলেজে, ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী, অনার্স, ১ম পর্ব ও শেষ পর্ব মাষ্টার্স ডিগ্রী ক্লাসে হাতেগোনা কয়েকজন শিক্ষক পর্যায়ক্রমে পাঠদান করে থাকেন। শিক্ষার নামে এ রকম প্রহসনমূলক ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে আসার আকর্ষণ পর্যন্ত হারাচ্ছে।

শিক্ষার উন্নতির স্বার্থে ইন্টারমিডিয়েট কলেজকে ডিগ্রী কলেজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উপাচার্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সেশন জটের চক্র থেকে পরিত্রাণের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে উপাচার্য পরীক্ষা পিছানোর অযৌক্তিক দাবী ও হরতালকে চিহ্নিত করেন। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।